দৈনিক খবর

তারিখ 18 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

আহত শতাধিক ● বঙ্গবন্ধু ও ওসমানীর ছবি ভাঙচুর

সংঘর্ষে ছাত্র নিহত ।। সিলেটে সহিংসতা ঃ ১৪৪ ধারা জারি

সিলেট, ১৭ই ডিসেম্বর (খায়রুল আমীন মঞ্জু প্রেরিত)।– রোববার গভীর রাতে প্রচণ্ড সংঘর্ষে একজন পলিটেকনিক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিজয় দিবসের দিনে বঙ্গবন্ধু ও জেনারেল ওসমানীর ছবি ভাঙচুর করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের শোভাযাত্রায় হামলার মত ঘটনাও ঘটেছে। দু'দিনের সহিংসতায় প্রায় শতাধিক আহত হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে কর্তৃপক্ষ শহরের কিছু এলাকায় গতকাল বিকেল থেকে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। শহরে সশস্ত্র পুলিশের টহল চলছে। শহরে তীব্রউত্তেজনা।

বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগের তৈরী করা একটি মঞ্চ গতকাল সারাদিন ছাত্রদল দখল করে রাখার প্রতিবাদে আজ আওয়ামী লীগ এক প্রতিবাদ সভা করে আম্বরখানায়। সন্ধ্যার পর সেদিকে ছাত্রদলের একটি মিছিল যাবার চেষ্টা করলে দরগাহ গেট এলাকায় পুলিশ তাদের গতিরোধ করে।

রোববার রাত ১২টার কিছুক্ষণ আগে জিন্দাবাজার সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনের দিকে রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল শহীদ মিনারের দিকে যাবার সময় কে বা কারা মিছিলে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের মধ্যে শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগান নিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে পরিবেশের অবনতি ঘটতে থাকলে উভয় দলের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তিঘটে।

এই ঘটনার জের ধরে রাত ২টার পর

সংঘর্ষে ছাত্র নিহত ঃ সিলেটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শুরু হয় ছাত্র সংঘর্ষ। এতে প্রথম বর্ষ যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র মাহবুব আলম খান বুলেটবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং আরো ২৫ জন ছাত্র হন আহত। সংঘর্ষের সময় ব্যাপক বোমাবাজি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ঘন্টাখানেক ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলেছে। 'সুরমা' ছাত্রাবাসের মাহবুব ছাত্রদলের একজন নেতা। বুলেটবিদ্ধ ছাত্রদল কর্মী আহসান (২৪) ও বিপুল (২২)কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার রাতের এই ঘটনার জের ধরে সোমবার বিজয় দিবসের আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে। সোমবার শহরে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। রোববার রাতের ঘটনা সম্পর্কে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জানান, রাত ২টায় সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রচণ্ড গোলাগুলী হতে থাকায় তিনি ভোর পৌনে তিনটায় পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এলে সংঘর্ষ থেমে যায়।

কিন্তু পরদিন সোমবার সকাল ৮টায় কাজলশাহ এলাকায় ছাত্রলীগের 'বিজয় তোরণ' ভাঙচুর করা হয় এবং সংগঠনের কার্যালয়েরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন যে, একদল সশস্ত্র যুবক এসে তাদের মাইক, অফিস ও তোরণ ভাঙচুর করলে ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে প্রকাশ্যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বুলেটবিদ্ধ হন কমপক্ষে ২৫ জন। তন্মধ্যে ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মী মিলাদ আহমদ (২৫), সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া (১৫), বাবলু (১৮), মকবুল (২৫) ও মঞ্জুর আহমদ (২০) নামের ৫ জন ছাত্রলীগ কর্মী গুলীবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন।

সকাল ১০টায় আম্বরখানাস্থ জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাঙচুর হয় এবং একটি সভামঞ্চও ভেঙ্গে দেয়া হয়। উভয় ঘটনার জন্য আ:লীগ ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের দায়ী করে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা যখন জেলা প্রশাসন আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিলেন সে সময় আদালত মোড়ে অবস্থানরত একদল যুবক তাঁদের ওপর মৃদু হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অভিযোগে জানান, শোভাযাত্রায় ছাত্রদলের কর্মীরা হামলা চালায়। তবে নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ব্যাপক কিছু ঘটেনি।

অভিযোগ ঃ হামলাকারীরা শোভাযাত্রায় সামিল প্রাক্তন এমপি ইনামুল হক চৌধুরী বীর প্রতীককে সম্বোধন করে তাঁর পরনের 'মুজিব কোট' খুলে যেতে আদেশ দেয়। ওরা তাঁর গায়ে হাত দেয় বলে ইনাম অভিযোগ করেন।

সকাল সাড়ে দশটার পর অপর একদল সশস্ত্র যুবক জিন্দাবাজার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে। এ সময় জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান সাবেক গণপরিষদ সদস্য আশরাফ আলীসহ আরো কতিপয় নেতৃবৃন্দ বসা ছিলেন। তিনি জানান, ছাত্রদলের একদল সশস্ত্র যুবক পুলিশের উপস্থিতিতে সংসদ কার্যালয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ঢুকে পড়ে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেঃ এম এ জি ওসমানীর প্রতিকৃতি খুলে ভাঙচুর করে। তবে জেঃ জিয়ার ছবি তারা স্পর্শ করেনি। উভয় ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভায় এ ঘটনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধরনের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এবং সতর্ক থাকার আহবান জানানোহয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে আদালত মোড়ে আওয়ামী লীগের মঞ্চটি সারাদিন ধরে ছাত্রদলের দখলে রাখা হয়। দুপুরে ছাত্রলীগ (আ-অ) বের করে বিক্ষোভ মিছিল। জিন্দাবাজার মোড়ে মিছিলটির গতিরোধ করে পুলিশ। এখানে পুলিশের সাথে ১৫/২০ মিনিট ধরে চলে সংঘর্ষ। পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করায় নিশ্চিত একটি সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।

দুপুরে এম সি কলেজের সম্মুখে ছাত্রলীগ (আ-অ) নেতা কায়সার আহমদ চৌধুরী ছাত্রদল কর্মীদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে ওসমানী হাসপাতালে ভর্তিহন।

হত্যা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রদল সকালে বের করে বিক্ষোভ মিছিল। বিকেল ৩টায় মাহবুব আলম খানের লাশ আদালত মোড়ে নিয়ে এলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সহপাঠী ও সহকর্মীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেখানে ছাত্রদল সভাপতি বদরুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় বক্তৃতাকালে এনামুল হক মুন্না, মাশুক আহমদ ও ওয়াহিদুজ্জামান সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে গণতন্ত্র সুসংহত করার আহবান জানান। সমাবেশ শেষে মাহবুবের লাশ নিয়ে বিরাট শোক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে প্রথমে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যায় এবং পরে মাহবুবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পলিটেকনিকে যায়। পলিটেকনিকে লাশ পৌঁছার পর মরদেহের ওপর বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তার সহপাঠিরা। এখানে একজন ছাত্র জ্ঞান হারায়। বড় ভাই মাহমুদ খান লাশ গ্রহণ করেন। সেখানে নামাজে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ীতে লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নিহত মাহবুব খানের বাড়ী কুলাউড়া উপজেলায়। পলিটেকনিক ছাত্র সাব্বির আহমেদ চৌধুরী বাদী হয়ে ২০ জনকে অভিযুক্ত করে কোতোয়ালী থানায় 'মাহবুব হত্যা' মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ এ পর্যন্ত ৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এরা হল ঃ শফিকুর রহমান তপন, বিনয় পাল, কাইউম চৌধুরী, হারুনুর রশীদ, শান্তি চাকমা, প্রীজিৎ চাকমা ও গোলাম আলম মঞ্জু।

সিলেট জেলা ছাত্রলীগ (আ-অ) নেতৃবৃন্দ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিএনপি এবং ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কলহের কারণে নিরীহ ছাত্র মাহবুব আলম খানকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

নিহত মাহবুবের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদলের একাংশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সুরমা ও প্রভাতী ছাত্রাবাসে ব্যাপক বোমাবাজি করেছে।

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, ছাত্রলীগ কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। তারা বলেন, মাহবুব হত্যা মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসেরয়েছেন।

এদিকে সিলেট জেলা বিএনপি মাহবুব হত্যার নিন্দা করেছে এবং হত্যার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী জানিয়েছে। নিহত মাহবুবের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানিয়েছে বিএনপি।